website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৫

তারিখ ঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ / ৩০ মে, ২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ।

প্রিয় মহোদয়,

বিদ্যমান ঋণ হিসাবগুলোয় সুদ হারের আকস্মিক ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তনের প্রবণতা পরিহার প্রসঙ্গে |

আন্তর্জাতিক ও স্হানীয় আর্থিক বাজার সুদহারে সাম্প্রতিক বৃদ্ধির সূত্রে নতুন ঋণ মঞ্জুরী ছাড়াও বিদ্যমান ব্যাংক ঋণ হিসাবগুলোতেও আকস্মিক অযৌক্তিক মাত্রায় উচ্চতর সুদহার নির্ধারণের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে; যা ঋণগ্রহীতাদের পরিশোধ সামর্থ্যের ও আর্থিক সঙ্গতির ওপর অনভিপ্রেত চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলবে। এ প্রেক্ষিতে, ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নতুনভাবে খেলাপী ঋণ সৃষ্টির ঝুঁকি এড়াবার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য অনুসরণীয় নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো কার্যকর হবেঃ

(১) কোন ঋণের মঞ্জুরীপত্রে সুদহার অপরিবর্তনশীল (fixed rate) উল্লেখ থাকলে ঐ ঋণের সুদহারে সংশ্লিষ্ট ঋণের মেয়াদকালে ঊর্ধ্বমুখী কোন পরিবর্তন করা যাবে না। শুধুমাত্র ঋণের মঞ্জুরীপত্রে সুদহার পরিবর্তনশীল (flexible/variable/floating rate) উল্লেখ থাকলেই ঐ ঋণের সুদহারে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজেনে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন আনা যাবেঃ

(ক) ঋণের সুদহার বছরে এক বারের বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না;

(খ) ঋণের সুদ হারের কোন বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস আগে নোটিশ প্রদান করতে হবে। গ্রাহককে অবহিত না করে কোন ঋণের সুদহার বৃদ্ধি করা যাবে না; এবং

(গ) ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন মেয়াদি ঋণের বেলায় প্রতিবার অনধিক ০.৫০ শতাংশ এবং চলতি মূলধন ও অন্যান্য ঋণের বেলায় প্রতিবার অনধিক ১.০০ শতাংশ মাত্রায় পরিমিত রাখতে হবে।

(২) নতুন ঋণ মঞ্জুরীর সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিআরপিডি কর্তৃক ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত পরিপত্রগুলোর নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০২৫২